৩

দৈনিক বাংলা

তারিখ ..2 .1. JAN. 1997 ... ...
পৃঃ ৫ কলাম ৭

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বই

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যের বই বিতরণ নিয়ে পুরান সমস্যা আবার নতুন করে দেখা দিয়েছে। সরকারী সিদ্ধান্ত হচ্ছে সকল শ্রেণীর জন্য সকল বই প্রতি বছর নতুন করে দেয়া যাবে না। বছর শেষে পুরান ছাত্রদের বই ফেরত দিতে হবে। ওই পুরান বই নতুন শ্রেণীতে ওঠা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। প্রতিটি শ্রেণীতে নির্দিষ্ট কোন কোন বিষয়ের নতুন বই দেয়া হবে।

এ সিদ্ধান্ত নতুন নয়। দীর্ঘদিন ধরে এ ধরনের সার্কুলার দেয়া হচ্ছে প্রতিটি বিদ্যালয়ে। এবং প্রতি বছর এ নিয়ে অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কথা হচ্ছে গ্রামের শিশু শ্রেণীর ছাত্রদের পক্ষে সারা বছর বই রক্ষা করা সম্ভব নয়। এমনকি ঝড়বাদলের হাত থেকে বই বাঁচিয়ে রাখার মত বসতবাড়ি অনেক ছাত্রছাত্রীর নেই।

এ ধরণের একটি খবর দৈনিক বাংলায় পাঠিয়েছেন দৈনিক বাংলার পঞ্চগড় সংবাদদাতা। সংবাদে বলা হয়েছে, জেলার তিনশ' সরকারী এবং চারশ' বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দেড় লাখ ছাত্রছাত্রীর জন্য ৫০ হাজার বই পাঠান হয়েছে। পুরান বই সংগ্রহ করে ঘাটতি পূরণ করতে বলা হয়েছে।

কিন্তু পুরান বই কোথায়? এছাড়া প্রতিবছর একই সংখ্যক ছাত্র এক শ্রেণী থেকে অপর শ্রেণীতে ওঠে না বা ভর্তি হয় না। তাই পুরান ছাত্রদের সকল বই সংগ্রহ করা হলেও সমস্যা থেকে যায়। এরপরেও আছে নতুন বইয়ের জন্য নেশা। নতুন বই ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ায় প্রলুব্ধ করে। পুরান বই তেমনটি করে না।

একথাগুলি বার বার লেখা হয়েছে। কিন্তু কাজে আসেনি। কর্তৃপক্ষের কথা হচ্ছে—এ প্রকল্প একটি দাতাদেশের সাহায্যে চালু করা হয়েছে। সাহায্যকারী দেশে একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। তাই তাদের প্রত্যাশা যে একই পদ্ধতি বাংলাদেশেও অনুসৃত হোক। সরকারের শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী এ সাক্ষ্য বহন করে।

ক'বছর আগে সরকার এ কর্মসূচী চালু করেন। এ কর্মসূচী অনুযায়ী দুঃস্থ পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের মাসিক নির্দিষ্ট পরিমাণ গম বা চাল দেবার বিধান করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে বলা হয়েছে—এ কর্মসূচী শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এ প্রকল্প চালু হবার পর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ধরনের পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে নিজের বাড়িতে বই সংরক্ষণ যে সম্ভব নয় তা বলা বাহুল্য। এবং অনেক সতর্কতার সাথে বই সংরক্ষণের চেষ্টা করেও দেখা গেছে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বই ছেঁড়া এবং পাঠের অনুপযোগী। ফলে বিপদে পড়েছে এ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা। কারণ সকল পুরান ছাত্রছাত্রী বই ফেরত দিতে পারছে না। অপরদিকে নতুন ছাত্রছাত্রীদের বই প্রয়োজন। আবার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষও নতুন বই দিতে অসমর্থ।

নিঃসন্দেহে এ বক্তব্যে যুক্তি আছে। এ ধরনের প্রক্রিয়া আমাদের দেশে সফল হলে ভাল কথা। তবে হঠাৎ করে এ প্রক্রিয়া সফল হবে বলে আমাদের মনে হয় না। তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে ধীরে চলার নীতি অবলম্বন করলে মনে হয় সুফল পেতে পারেন। বই ব্যতীত পড়া সম্ভব নয়। এবং সকল ছাত্রছাত্রীদের কাছে বই পৌছাবার দায়িত্ব থাকলে সে দায়িত্ব অভিজ্ঞতার আলোকেই পালন করতে হবে।